যুগান্তর

5 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

বিভিন্ন অভিযোগে বাউবির ৭ শিক্ষক কর্মচারী সাসপেন্ড : ৯ জনকে নোটিশ

জিয়ার ম্যুরাল নির্মাণে অনিয়ম : মামলার সিদ্ধান্ত

মুসতাক আহমদ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) ৭ শিক্ষক-কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত, একজনকে অব্যাহতি এবং আরও ৯ জনকে চূড়ান্ত শোকজ নোটিশ দেয়া হয়েছে। এই ৯ জনের প্রায় সবাইকেই ১৫ দিনের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে হবে। এরপর তাদেরও চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সংস্থা বোর্ড অব গভর্নর্সের (বিওজি) এক সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসের প্রবেশ পথে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল নির্মাণের নামে ৩৩ কোটি টাকা অপচয়কারীদের বিরুদ্ধেও কর্তৃপক্ষ মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভিসি অধ্যাপক ড. আরআইএম আমিনুর রশীদ শুক্রবার বিকালে এ ব্যাপারে টেলিফোনে যুগান্তরকে জানান, অব্যাহতি ও শোকজপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি এবং ছাত্র হয়রানির প্রমাণ মিলেছে। আর আর্থিক অনিয়মের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল নির্মাণের কারণে বিওজি মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে এটর্নি জেনারেলের মতামত নেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। বাউবির : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

বাউবির : অভিযোগে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তবে সাময়িক বরখাস্ত এবং শোকজপ্রাপ্তরা দাবি করেছেন, রাজনৈতিক কারণে তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, জাতীয়তাবাদী আদর্শকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে অবৈধ এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যে ৭ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করে শোকজ করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক জাকারিয়া আহমদ চিশতি এবং অধ্যাপক ড. আলী নূর রহমান। এ দু'জন জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল ভাঙ্গা কমিটির সদস্য ছিলেন। তারা কমিটির সভায় ম্যুরাল ভাঙ্গার বিরুদ্ধে মতামত এবং 'নোট অব ডিসেন্ট' দেন। এছাড়া ম্যুরাল ভাঙ্গার পর এ দু'জন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তারা দাবি করেন, এ কারণেই তাদের সাময়িক বরখাস্ত করে চাকরি পরিসমাপ্তির লক্ষ্যে ১৫ দিনের সময় দিয়ে শোকজ নোটিশ দেয়া হয়েছে। সাময়িক বরখাস্ত ৭ জনের মধ্যে ৪ জন রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কেন্দ্রের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। তারা ছাত্র হয়রানি ও অন্যান্য অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত বলে বিওজি তদন্তে প্রমাণ পেয়েছে বলে জানা যায়। জানা গেছে, সাময়িক বরখাস্ত হওয়ার পর পুরোপুরি বরখাস্তের জন্য চূড়ান্ত নোটিশপ্রাপ্তদের একজন হলেন সহযোগী অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। আর চাকরি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেগম পারভীন। সূত্র জানায়, প্রধান শিক্ষিকার নিয়োগে অনিয়ম রয়েছে। আর ড. রফিকের বিরুদ্ধে পরীক্ষার টুরে বাড়তি অর্থ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। শোকজপ্রাপ্ত ৯ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। তবে তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়নি। সূত্র জানায়, জিয়ার ম্যুরাল নির্মাণের নামে যে ৩৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তার পুরোটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন খাত থেকে নেয়া হয়েছে। সরকারি আর্থিক বিধি অনুযায়ী এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা যায় না। তাছাড়া এ ৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বচ্ছতাও নেই বলে অভিযোগ রয়েছে। সূত্র জানায়, এ মামলায় সাবেক ভিসি ড. এরশাদুল বারীও ফেঁসে যেতে পারেন।